**SEM-6, HISTORY OF BANGLADESH FROM LIBERATION TO THE PRESENT DAY**

## ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ আন্দোলন

[Unit-2: Awami League Movement 1966 to 1970]

'আওয়ামী লীগ' বাংলাদেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দল যা প্রাথমিক ভাবে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে পরিচিত ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির দুই বৎসর পর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে জুন এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগেরই একটি অংশ নিয়ে **আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক (রাজনীতিবিদ), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** প্রমুখ এই রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীকালে **হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এই দলের সাথে যুক্ত হন।** আওয়ামী মুসলিম লীগ পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বাংলা বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নবগঠিত এই দলের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করা। এই রাজনৈতিক দলটি খুব দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়। 1954 খ্রিষ্টাব্দে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' পার্টি থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলের নাম 'আওয়ামী লীগ' নির্ধারণ করা হয়। ফলে আওয়ামী লীগ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল হিসাবে বিবেচিত হয়।

পূর্ব বাংলার উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে এই সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ ১২ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পূর্ববাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা, বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়া, পাটশিল্পকে জাতীয়করণ করা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে জমিদারি ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করা প্রভৃতি। বস্তুতপক্ষে প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের প্রধান বিরোধীদলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতিকল্পে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারিতে যে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়েছিল তাতে আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং (মুসলিম) ছাত্রলীগ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এছাড়া ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসাবে এই দল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের পরাজয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মূলত আওয়ামী লঈগের কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগ বিতাড়িত হয়।

এছাড়া ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসনের সূচনা করলে তার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশে আইয়ুববিরোধী যে গণবিক্ষোভ

দেখা দেয় তার নেতৃত্বে ছিল এই আওয়ামী লীগ। এমনকি ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এছাড়া ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান -যার ফলে আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তারও নেতৃত্বে ছিল এই আওয়ামী লীগ।

এইভাবে ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসাবে আওয়ামী লীগের উত্থান ঘটে এবং ১৯৬৯ খ্রিঃ নাগাদ এই দলটি পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালি জাতির প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬০টিই দখল করে। এমনকি শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বেই এই দল ১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশে যে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তাতে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

---